সংবাদ

তারিখ 28 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপবৃত্তির টাকা আত্মসাৎ

ধুনটে প্রধান শিক্ষক ৩ ঘণ্টা অবরুদ্ধ

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়ার ধুনট উপজেলায় উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগে শেহলিয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অবরুদ্ধ প্রধান শিক্ষক ৩ ঘণ্টা পর মুক্ত হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে শেউলিয়াবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১৪ জন শিক্ষার্থীর অনুকূলে ৮৫ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। শনিবার ধুনট অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা এই টাকা শিক্ষার্থীদের মাঝে সরাসরি বিতরণ না করে প্রধান শিক্ষকের হাতে তুলে দেন। এই সুযোগে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু হাসেম প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট থেকে ১০০ টাকা করে ১০ হাজার ৪০০ টাকা কর্তন করেন। এ ঘটনায় শিক্ষার্থীদের অভিভাকরা ক্ষুব্ধ হয়ে গত রোববার সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টার পর্যন্ত প্রধান শিক্ষক আবু হাসেমকে বিদ্যালয়ের অফিস কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখেন। পরে অবস্থা বেগতি দেখে প্রধান শিক্ষক অভিভাবকদের টাকা ফেরত দেয়ার আশ্বাস দেয়ার তাকে মুক্তি দেন। ওই বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী মাবিয়ার বাবা আব্দুল মান্নান জানান, তার মেয়ে দুই বছরে ১ হাজার ২০০ টাকা পাবে। অথচ তার নিকট থেকে ১০০ টাকা কর্তন করে ১ হাজার ১০০ টাকা দিয়েছেন। এই টাকা আদায়ের শিক্ষককে আটক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে টাকা ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবু হাসেম বলেন, শিক্ষার্থীদের টাকা আত্মসাৎ করা হয়নি। চাহিদার চেয়ে ৫ জন শিক্ষার্থীর টাকা বরাদ্দ কম পাওয়ায় অন্য শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে কর্তন করে সমঝোতার ভিত্তিতে বিতরণ করা হয়েছে। উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা কামরুল হাসান বলেন, ব্যাংকের কর্মকর্তা সরাসরি শিক্ষার্থীদের হাতে টাকা দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্যাংক কর্মকর্তা শিক্ষকের হাতে টাকা দেয়ায় এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হবে। অগ্রণী ব্যাংক ধুনট শাখা ব্যবস্থাপক শামীম আহম্মেদ বলেন, উপবৃত্তির টাকা সরাসরি শিক্ষার্থীদের হাতে দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু ব্যাংকের জনবল সংকট ও সময় স্বল্পতার কারণে শিক্ষার্থীদের টাকা শিক্ষকদের হাতে দেয়া হয়েছে।